TRIPURAINFO

দুই বছরে জমা পড়লো একটি অভিযোগ : কিছু লোকের পূনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত ত্রিপুরার লোকায়ুক্ত অফিস

।।জয়ন্ত দেবনাথ ।।

বছরে গড়ে দুই তিনটি অভিযোগও জমা পড়েনা বা অভিযোগের তদন্ত করতে হয় না। কিন্ত সেই অফিসের এক বছরে খরচ কম করেও ৮০/৯০ লাখ টাকা। যে সরকারী অফিসের এক মাত্র কাজই হলো সরকারী কর্মচারী, জন প্রতিনিধি কিংবা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত করা, কিন্ত জন্ম লগ্ন থেকেই সেই সরকারী প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে, পাছে না, সেই সব দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারী কার্মচারী, জন প্রতিনিধিদের দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসে। ভাবটা ছিল এরকম- এক 'আর টি আই'-র ঠেলাই সামলানো যাছে না। আবার লোকায়ূক্ত। তাই ২০১০ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সারা দেশের সাথে এ রাজ্যেও লোকায়ূক্ত আইন চালু হলেও গত ১০ বছরেও একে সেই ভাবে জন সমক্ষে আনা হয়নি। বা আনার জন্যে কোন প্রচেষ্টা বা প্রচার নেই।

পাঠকবর্গ জেনে আশ্চর্য হবেন যে, গত ১০ বছর ধরে প্রতি বছর গড়ে ৮০/৯০ লাখ টাকা সেই অফিসের সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির নামে খরচ হলেও বছরে গড়ে ২/৩ টি অভিযোগও জমা পাড়ছেনা। বলছিলাম ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত অফিসের কথা। শুধুমাত্র কিছু অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার কর্মচারীর পূর্নবাসনের কেন্দ্রস্থলে পরিনত হয়েছে ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত অফিস।

পূর্বতন বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকার যেমন লোকায়ুক্ত আইন ২০০৮ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী অফিসারদের লাগামহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত অথরিটিকে কাজে লাগায়নি, ঠিক একই রকম ভাবে নব গঠিত বিজেপি-আই পি এফটি-র জোট সরকারও এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত-এর অফিসকে দূর্নীতি দমনে কাজে লাগানোর কোন উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেয়নি। অথচ মাসে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি সহ বছরে ৮০/৯০ লক্ষ টাকা খরচ করে দেড় ডজন অফিসার কর্মচারীকে স্রেফ বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে।

২০০৮ সালে গঠিত লোকায়ূক্ত আইন সরকারি ভাবে এরাজ্যে চালু হয় ২০১০ সালের ২২ মার্চ থাকে। আর লোকায়ূক্ত-এর নিয়োগ ইত্যাদির পর্ ২০১১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে সরকারী ভাবে ত্রিপুরা লোকায়ূক্ত-এর অফিসে কাজ কর্ম শুরু হয়। এর পর থেকে গত ১০ বছরে এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৩ খানা অভিযোগ জামা পড়ে। কোন মামলা বা অভিযোগই লোকায়ুক্ত সরাসরি তদন্তের জন্যে গ্রহণ করতে পারেননা। তদন্তে দোষী সাব্যস্থ হলেও সাজা ঘোষণা করতে পারেননা। শুধু সাজার সুপারিশ করতে পারেন। তাই লোকায়ুক্ত এখন পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। দুই একটি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ থাকলেও যেহেতু রাজ্য সরকারের ইচ্ছার উপর শাস্তি প্রদান বা না প্রদান নির্ভর করে তাই এখন পর্যন্ত এমন কোন খবর নেই লোকায়ুক্ত-এর সুপারিশ মোতাবেক কারোর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত আইনে সরাসরি কারোর বিরুদ্ধে স্বমটো কোন অভিযোগ বা মামলা গ্রহন বা শাস্তি প্রদানের কোন ক্ষমতা ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত আইনে নেই তাই সাধারণ শিক্ষিত মানুষ যারা এই আইনটির ব্যবহার সম্পর্কে জানেন তারাও খুব বেশী উৎসাহ নিয়ে এই আইনের উপর নির্ভর করে কোন সরকারী অফিসার কর্মচারী কিংবা জনপ্রতিনিধির আর্থিক কেলেংকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাননা। কেননা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত আইনে আর্থিক দুর্নীতর প্রশ্নে তদন্ত কার্য শুরুর ব্যাপারে পারমিশন নিতে হবে সংশ্লিষ্ট অফিসার জনপ্রতিনিধির উচ্চতর প্রশাসনিক অধিকারিদের কাছ থাকে।

যেমন, কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রশ্নে কেউ অভিযোগ জানালে লোকায়ুক্ত তখনই প্রাথমিক তদন্ত কার্য শুরু করতে পারবেন যদি মুখ্যমন্ত্রী অনুমতি দেন। ঠিক অনুরুপ ভাবে একজন পঞ্চায়েত সদস্য এর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হলে সেই পঞ্চায়েতের প্রধানকে অনুমতি দিতে হবে। মুখ্যসচিব-এর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হলে অনুমতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সচিবদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হলে অনুমতি দেবেন মুখ্যসচিব। অথাৎ লোকায়ুক্ত এর নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই। অথচ দেশের অন্য কোন রাজ্যেই এমন

নখ-দন্তহীন নয় লোকায়ুক্ত আইন। বহু রাজ্যে অপরাধিকে গ্রেপ্তারের আইনি ক্ষমতাও দেওয়া হয়ছে লোকায়ুক্তকে। শুরু থেকেই রাজ্যের দুর্বল লোকায়ুক্ত আইনের কারনে এই আইনটির প্রতি মানুষ কোন উৎসাহ দেখায়নি। তাই চালুর পর থেকেই ত্রিপুরার লোকায়ক্ত আইনের কিছু ধারার পুনঃ সংশোধনের দাবি উঠে।তখন বিরোধী আসনে থাকা বর্তমান মান্ত্রিসভার সদস্য রতানলাল নাথ, সুদীপ রায় বর্মণ বিধানসভায় লোকায়ক্ত আইনের কিছু ধারার পুনঃ সংশোধনের লক্ষ্যে কম দাবি জানাননি। কিন্তু সংশোধন কিছুই হয়নি। অবশ্য একাধিক বার ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত অফিস থেকে আইনের কিছু ধারায় সংশোধনীর প্রায়জনীয়তার কথা বলে ফাইল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তার কাছেও অনুরূপ প্রস্তাব গেছে। দশ মাস হতে চলেছে। নতুন সরকার বা নতুন প্রশাসনিক কর্তাব্যাক্তিদের এনিয়ে কোন হেলদোল নেই। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লোকায়ুক্ত অফিসের একাংশ অফিসার কর্মচারী অফিস কামাই করে চলেছেন দিনের পর দিন। বি কে রায় নামে এক এসিঃ রেজিস্টার তো অফিসে কোন কাজ নেই বলে শহরে কাপড়ের দোকানই খুলে রেখেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্য অফিসারদের একাংশের মধ্যেও অনুরুপ প্রবনতা দেখা দিয়েছে। আর হবেনাই বা কেন? ২০১৮ সালে ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত অফিসে মাত্র একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। আর ২০১৯ সালে এখন পর্যন্ত একটি অভিযোগও জমা পড়েনি। অর্থাৎ লোকায়ুক্ত অফিসের অফিসার কর্মচারীদের কারোরই কোন কাজ নেই। লোকায়ুক্ত শ্রী সুবল বৈদ্য নিজেও বেকার। গত ক'মাস ধরে তিনি নাকি লোকায়ক্ত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কিছু সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন করছেন। কিন্তু এলক্ষে কোন বাজেট বরাদ্ধ না থাকায় কিছুদিন কিছু জায়গায় ফ্লেক্স, ফেস্টুন সহকারে প্রচার কার্য চালানোর পর এখন টাকার অভাবে তাও বন্ধ হয়ে পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে, যারা আছেন তাদেরই কোন কাজ না থাকলেও লোকায়ুক্ত-এর সদর অফিসে বাঁকা পথে গত ক'বছরে একাধিক লোকের নিযুক্তি ও পদোন্নতি হয়েছে, রাজ্য অর্থদপ্তরের কোন অনুমোদন ছাড়াই। অর্থ্যাৎ যারা প্রশাসনে দুর্নীতি রোধ করবে তারা নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছেন।

অথচ বিজেপি-আইপিএফটির সরকার ভোটের আগে বামফ্রন্টের মন্ত্রী, এম এল এ সহ একাংশ সরকারী কর্মচারী, জন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সরকারী অর্থের ব্যপক নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে ভোটের বাজার গরম করেছিল। ক্ষমতায় এলে প্রতিটি আর্থিক দুর্নীতির ঘটনার তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর একবছর গত হতে চলেছে। নিজেরা বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনার তদন্ত করবেন দূরের কথা সাধারন

মানুষের পক্ষে যেসব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির লাগাম টানতে লোকায়ুক্ত আইনকে ব্যবহার করে দুর্নীতিগস্থ আমলা অফিসার জন প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর উপায় ছিল সেই রাস্তাটিও খোলা হয়নি। উল্টো বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

লোকায়ূক্ত আইনে জমাকৃত অভিযোগের খতিয়ান

সাল	অভিযোগের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১২	৬	২০১৮ সালে একটি এবং ২০১৯ সালে কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। গত দশ বছরে মাত্র ৩৩ টি অভিযোগ জমা পড়েছে। লোকায়ুক্ত অফিসের বয়স দশ বছর অতিক্রান্ত হলেও কোন অভিযোগের স্বপক্ষে এখন পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। সূত্রঃ ত্রিপুরা লোকায়ূক্ত অফিস
২০১৩	৫	
২০১৪	১০	
২০১৫	৪	
২০১৬	৪	
২০১৭	৩	
২০১৮	১	
২০১৯	০	

কাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ লোকায়ুক্তে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন?

১) মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগন।

২) বিধানসভার সদস্যগন।

৩) মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েত-এর নির্বাচিত সদস্য ও পদাধিকারিগন।

৪) যে কোন স্তরের সরকারী কর্মচারী।

৫) সকল স্থানীয় নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ, আইনের দ্বারা গঠিত স্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা সরকারি কোম্পানির সদস্য ও পদাধিকারিগন।

উচ্চ এবং নিম্ন আদালতের বিচারপতিগন ও কর্মচারীবৃন্দ ত্রিপুরা লোকায়ুক্ত আইনের আওতায় আসবেন না।

লোকায়ুক্তে কিভাবে অভিযোগ দায়ের করবেন?

লোকায়ুক্ত অফিস থেকে নির্দিষ্ট ফর্ম সংগ্রহ করে হলফনামা সহ ইংরেজীতে অভিযোগ সরাসরি দায়ের করা যায় অথবা ডাক যোগেও লোকায়ুক্ত অফিসে অভিযোগ পাঠানো যায়।

যে সমস্ত পদাধিকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হবে তাদের নাম, ঠিকানা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকতে হবে।

ছুটির দিন ছাড়া সব কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত লোকায়ুক্ত অফিসে অভিযোগ গ্রহন করা হয় ও যোগাযোগ করা যাবে।

লোকায়ুক্তে অভিযোগ জানানো ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ রেজিস্টার/ সহকারী রেজিস্টার, লোকায়ুক্ত অফিস, পুরাতন সচিবালয়ের কার্য্যালয়, আগরতলা- ৭৯৯০০১, পশ্চিম ত্রিপুরা, দুরাভাষঃ ০৩৮১-২৩২-৬১৬১